সংবাদ

তারিখ ... 5 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয় পুরনোগুলোর মান উন্নত করুন

ছাত্রলীগের চারজন সাবেক সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। একাধিক সংসদ সদস্য ও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে তার অনুমোদন চেয়েছেন। আর মন্ত্রিপরিষদের অধিকাংশ সদস্য এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সুপারিশ করেছেন। এভাবে গত ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত জমা পড়েছে ৯২টি আবেদন। আর ইউজিসি ৭২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরেজমিন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে।

সহযোগী দৈনিক গত মঙ্গলবার তার প্রধান খবরে জানিয়েছে, প্রায় একবছর ধরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়ার তোড়জোড় চললেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। নানামুখী চাপ ও সুপারিশের কারণে এগোনোর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী যোগ্যতা ও শর্ত মেনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়ার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

২০১০-এর ১৮ জুলাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয়, এই আইনের আলোচনাকেই প্রায় একবছর ধরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন নেয়া হচ্ছে। যার সংখ্যা এখন ৯২।

আইনকানুন, নীতি-নির্দেশ মেনেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন করা হয়েছে এ ব্যাপারে আমাদের কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি ভূখণ্ডে, তার বর্তমান আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান সমুন্নত রাখার প্রশ্নে আরও ৭২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চাহিদা রয়েছে কি-না সেটাই প্রশ্ন। বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষার চাহিদা ও মানবসম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থান থেকে তা পূরণের সক্ষমতা আমাদের রয়েছে কি-না তার সমীক্ষা হওয়া দরকার। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দলীয় বা রাজনৈতিক ডিভিডেন্ট প্রদানের সংস্কৃতি কাম্য নয়। তবে দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। কিন্তু সেখানে বিদ্যা প্রদান বা আহরণের কোন বালাই থাকবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার হবে মাত্র। সেখানে আরও যাই হোক যথার্থ শিক্ষাদান যে হবে না সেটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায়।

২০১০-এর ডিসেম্বরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা দেয়া হয়, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি, সেগুলো ২০১১-এর সেপ্টেম্বরের পর আর শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না। কিন্তু এরপর চার মাস পার হলেও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত জানাতে পারেনি মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলেছেন, ছাত্রভর্তি বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণার পর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় জরুরিভাবে জমি কিনছে। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে আরও ৭২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ইউজিসি সরেজমিন প্রতিবেদন পাঠিয়েছে মন্ত্রণালয়ে।

ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান বলেছেন, ঢাকার বাইরে বড় শহরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন খুব বেশি। অনেকে বিনিয়োগ করেও শর্ত মেনে অপেক্ষা করছেন। ঢাকায় মানসম্মত দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয় দেয়া যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নামে উৎকট বাণিজ্য কাম্য নয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কোনভাবে কাম্য নয়। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। দেশ-বিদেশে মানবসম্পদের চাহিদার ধরন, গতি-প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে একেবারেই নিডবেজড হওয়া উচিত আমাদের উচ্চশিক্ষা এবং তা পূরণে গুণগত সক্ষমতা কতখানি রয়েছে সেটাই বিবেচনায় নিতে হবে। উচ্চশিক্ষাও যেন বিশ্বমানের প্রতিযোগিতামুখী হয়, আরও নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমোদন দেয়ার চেয়ে যেগুলো ইতোমধ্যেই রয়েছে সেগুলো যেন আইন ও নিয়ম মেনে চলতে পারে এবং শিক্ষার মান যেন একুশ শতকমুখী হয় সে বিষয়ে বেশি জোর দিতে হবে।

সংশোধনী : গতকাল সংবাদ-এ প্রকাশিত 'ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্যে দেশের তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অশান্ত' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে একটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। সম্পাদকীয়র দ্বিতীয় প্যারার শুরুতে প্রমাদবশত ছাপা হয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। সঠিক তথ্য হবে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)। বি.স